ষষ্ঠ অধ্যায়

লিঙ্গ

কোন শব্দটি স্ত্রী জাতের না পুরুষ জাতের কিংবা স্ত্রী পুরুষ উভয় অথবা কোনোজাতেরই নয়—শব্দের এই পরিচয়কেই লিঙ্গ বলা হয়। এই হিসাবে ভাগ করলে লিঙ্গকে চারভাগে ভাগ করা যায়। (ক) পুংলিঙ্গ, (খ) স্ত্রী লিঙ্গ, (গ) ক্লীবলিঙ্গ ও (ঘ) উভয় লিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ

যে লিঙ্গের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রাণীকে বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—শিক্ষক, ছাত্র, বালক, পিতা, প্রভৃতি।

স্ত্রীলিঙ্গ

যে লিঙ্গের দ্বারা স্ত্রী জাতীয় প্রাণীকে বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন—মা, পিতামহী, শিক্ষিকা, ছাত্রী, পিসি প্রভৃতি।

ক্লীবলিঙ্গ

যে লিঙ্গের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ কাউকে না বুঝিয়ে কোনো অচেতন পদার্থ বা উদ্ভিদ জাতীয় কোনো কিছুকে বোঝায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন—গাছ, পর্বত, চেয়ার ইত্যাদি।

উভয়লিঙ্গ

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে বোঝায় তাকে উভয়লিঙ্গ বলে। যেমন—শিশু, সন্তান প্রভৃতি।

এ ছাড়াও কিছু কিছু প্রাণহীন বস্তুর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন লিঙ্গ বোধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন নদী প্রাণহীন বস্তু; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ। আবার সূর্যও প্রাণহীন বস্তু কিন্তু পুংলিঙ্গ।

সমগ্র লিঙ্গ পর্যায়ের চার প্রকার লিঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার **পুংলিঙ্গ** ও **স্ত্রীলিঙ্গ** বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই দুই জাতীয় লিঙ্গেরই প্রয়োজন আছে। কারণ ক্লীবলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে সর্বনামপদেরও লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়।

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ পরিবর্তন করার রীতিকেই লিঙ্গ পরিবর্তন বলে। লিঙ্গ পরিবর্তন নানাভাবে করা হয়ে থাকে।

Scanned with CamScanner

লিঙ্গ পরিবর্তনের রীতি

(ক) সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ দিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী
স্বামী	স্ত্রী
ছেলে	মেয়ে
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বর	বধূ
বাদশা	বেগম
জনক	জননী
কর্তা	গিন্নি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শাশুড়ি	শ্বশুর
রানি	রাজা
কন্যা	পুত্র
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বোন	ভাই
মেম	সাহেব
মাতা	পিতা
বকনা	এঁড়ে

(খ) অনেক পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনাথ	অনাথা
সদয়	সদয়া
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
মৃত	মৃতা
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
মহাশয়	মহাশয়া
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠা
পূজনীয়	পুজনীয়া
বরণীয়	বরণীয়া
কোকিল	কোকিলা
শিষ্য	শিষ্যা
বৎস	বৎসা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নন্দন	নন্দনা
অশ্ব	অশ্বা
নবীন	নবীনা
তনয়	তনয়া
প্রিয়তম	প্রিয়তমা
মুগ্ধ	মুগ্ধা
প্রথম	প্রথমা
পলাতক	পলাতকা
নীরোগ	নীরোগা
লুব্ধ	লুব্ধা
মগ	মগা
মনোহর	মনোহরা
আদ্য	আদ্যা

Scanned with CamScanner

(গ) যে সমস্ত শব্দের শেষে 'অক' বা 'ইক' আছে তাদের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	বালক	বালিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	শ্যালক	শ্যালিকা
নায়ক	নায়িকা	প্রাপক	প্রাপিকা
পাচক	পাচিকা	যাজক	যাজিকা
পাঠক	পাঠিকা	গবেষক	গবেষিকা
বাহক	বাহিকা	প্রকাশক	প্রকাশিকা
সহায়ক	সহায়িকা	গায়ক	গায়িকা

(ঘ) জাতি বাচক 'অ'-কারান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুত্র	পুত্রী	কপোত	কপোতী
ছাত্র	ছাত্রী	আত্রেয়	আত্রেয়ী
গৌর	গৌরী	অষ্টাদশ	অষ্টাদশী
নিশাচর	নিশাচরী	ঈদৃশ	ঈদৃশী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
তাপস	তাপসী	সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিকী
তরুণ	তরুণী	পঞ্চবট	পঞ্চবটী
কাক	কাকী	সিংহ	সিংহী
চকোর	চকোরী	পাত্র	পাত্রী

(ঙ) ঋ-কারান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কর্তা	কর্ত্রী	সৎ	সতী
নেতা	নেত্রী	বৃহৎ	বৃহতী
ধাতা	ধাত্রী	মহান	মহতী

Scanned with CamScanner

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
রচয়িতা	রচয়িত্রী
প্রণেতা	প্রণেত্রী
গ্রহীতা	গ্রহীত্রী
শাস্ত্রা	শাস্ত্রী
সবিতা	সবিত্রী
স্রষ্টা	স্রষ্ট্রী
শ্রোতা	শ্রোত্রী
বিদেশী	বিদেশিনী
সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসিনী
ধনী	ধনিনী
রাজা	রাজ্ঞী
মায়াবী	মায়াবিনী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গুণবান	গুণবতী
রূপবান	রূপবতী
ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী
রোগী	রোগিণী
গরীয়ান	গরীয়সী
অভিমানী	অভিমানীনী
ভোগী	ভোগিনী
বিলাসী	বিলাসিনী
হস্তী	হস্তিনী
বিদ্বান	বিদুষী
তপস্বী	তপস্বিনী

(চ) অনেক শব্দের শেষে 'আনী' 'আনি' প্রত্যয় যোগ করেও স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বরুণ	বরুণানী
রুদ্র	রুদ্রাণী
শর্ব	শর্বানী
মহেন্দ্র	মহেন্দ্রানী
মাতুল	মাতুলানী
চাকর	চাকরানি
চৌধুরী	চৌধুরানি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভব	ভবানী
শিব	শিবানী
ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী
আচার্য	আচার্যানী
শূদ্র	শূদ্রাণী
নাপিত	নাপিতানি
ঠাকুর	ঠাকুরানি

(ছ) অনেক শব্দের শেষে 'ইনী' 'ইনি' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনি
হরিণ	হরিণী
নাগ	নাগিনি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগিনি
গোয়ালা	গোয়ালিনি
কাঙাল	কাঙালিনি

Scanned with CamScanner

(ঙ) শব্দের আগে ও পরে স্ত্রীলোক-বাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
লোক	স্ত্রীলোক
গোঁসাই	মা গোঁসাই
বসু	বসুজায়া
ডাক্তার	ডাক্তারগিন্নি
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
হুলো বেড়াল	মেনিবিড়াল
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর
শিশুপুত্র	শিশুকন্যা
বেনে	বেনেবৌ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
হাতি	মাদি হাতি
কবি	মহিলা কবি
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি
পুলিশ	মেয়ে পুলিশ
পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মৌমাছি	স্ত্রীমৌমাছি
বোলতা	স্ত্রী বোলতা
বামুন	বামুনগিন্নি
পুরুষ মানুষ	মেয়েমানুষ

(ঝ) কিছু শব্দের শেষে 'নী' 'নি' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জেলে	জেলেনি
মাস্টার	মাস্টারনি
ভিখারি	ভিখারিণী
বেদে	বেদেনি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মেছো	মেছনি
নাতি	নাতনি
চোর	চোরনি

(ঞ) কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ—

বাঁজা, ধনি, সতিন, রূপসী, সজনী, ধাই, এয়ো।

(ট) কতকগুলি নিপাতন সন্ধি স্ত্রীলিঙ্গ—

শ্বশুর	শ্বশ্রূ
নর	নারী
সখা	সখী
যুবা	যূনী

(ঠ) কতকগুলি নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ—

কৃতদার, মৃতদার, বিপত্নীক, স্ত্রৈণ্য, কবিরাজ, কাপুরুষ।

Scanned with CamScanner

গ কী শিখলাম :

ক) লিঙ্গ বলতে কী বোঝো?
খ) লিঙ্গ কয়প্রকার ও কী কী?
গ) পুংলিঙ্গ বলতে কী বোঝো?
ঘ) স্ত্রী লিঙ্গ বলতে কী বোঝো?
ঙ) ক্লীব লিঙ্গ বলতে কী বোঝো?
চ) লিঙ্গ পরিবর্তন রীতিনীতি কী?
ছ) নিত্য পুংলিঙ্গ ও নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ বলতে কী বোঝো?

অনুশীলনী

১। লিঙ্গ কাকে বলে? লিঙ্গান্তর বলতে কী বোঝ?

২। লিঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

৩। উভয় লিঙ্গ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

৪। ক্লীবলিঙ্গ বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

৫। **'আ' প্রত্যয় যোগ লিঙ্গ পরিবর্তন করো :**

আত্মজ, সদস্য, আধুনিক, প্রথম, চপল, শ্রদ্ধেয়, কৃশ, অনাথ, কোমল, মুখর, সহোদর, শূদ্র, তৃতীয়, পূজনীয়।

৬। **'ইকা' যোগে লিঙ্গান্তর করো :**

পাচক, নাটক, সহায়ক, বাহক, গ্রাহক, পাঠক, সাধক, সম্পাদক, পালক, পরিচালক, লেখক, নায়ক, শিক্ষক, সাধক, নির্দেশক।

৭। **'ঈ' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করো :**

ব্রাহ্মণ, কিশোর, তাপস, পতি, মামা, সুন্দর, পাগল, মৃগ, ছাগ, শৃগাল, তরুণ, কুমার, হংস, ছাত্র, দাম।

৮। **'আনী' / আনি বা নী / নি যোগে লিঙ্গান্তর করো :**

ব্রহ্মা, রুদ্র, জেলে, কামার, মেছো, ভিখারি, কাঙাল, গয়লা, শিব, ডাক, মেথর, চোর, নাপিত, ধোপা, সর্ব ।

৯। **ভিন্ন স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে লিঙ্গান্তর করো :**

গোলাম, জামাই, রাজা, বর, ঠাকুরদা, ভূত, ননদাই, সভাপতি, শ্বশুর, বাদশা, চাকর, পুত্র, সাহেব।

Scanned with CamScanner

১০। শব্দের আগে বা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে লিঙ্গান্তর কর :

হাতি, মৌমাছি, পুলিশ, কবি, লোক, বন্ধু, গোঁসাই, হুলোবিড়াল, এঁড়েবাছুর, ঠাকুর, গুরুমশাই, বামুন, পুরুষমানুষ, পুত্রসন্তান, ডাক্তার।

১১। লিঙ্গান্তর করো :

রাগ, বিধবা, কুমারী, কনে, মৎস্য, মোরগ, সর্দার, অসহায়, ছাগল, রজক, গায়ক, কবি, রাজা, যুবতী, কুমারী।

১২। শূণ্যস্থান পূরণ করো :

(ক) —— —— কে বরণ করে ঘরে তোলা।

(খ) —— —— বাড়িতে এসেছে।

(গ) —— —— বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

(ঘ) ইন্দিরা গান্ধী একজন —— দেশনেত্রী।

(ঙ) —— কেশর নেই, কিন্তু ——কেশর আছে।

(চ) —— পেখম মেলে না, কিন্তু —— পেখম মেলে।

(ছ) মান্না দে একজন বিখ্যাত ——; কিন্তু লতা একজন বিখ্যাত ——।

(জ) ——পূজা-অর্চনায় ব্যস্ত, কিন্তু ——ঘরের কাজে ব্যস্ত।

(ঝ) —— —— তে বাড়ি পরিপূর্ণ।

(ঞ) —— নাতনি সবাই এসেছে।

(ট) জেলে জাল ফেলেছে; কিন্তু ——মাঝ ঝুরিতে রাখছে।

(ঠ) আশ্রমে গোঁসাই নেই, তাই ——সব কাজ করছেন।

(ড) নাপিত চুল কাটছে, আর —— আলতা পরাচ্ছেন।

(ঢ) গুরুদেব ——দের নিয়ে আশ্রমে চলেছেন।

(ণ) ——ছেলেদের পড়াচ্ছে আর ——মেয়েদের পড়াচ্ছেন।

১৩। শুদ্ধ কি না বল :

(ক) মাসিমাই তার একমাত্র অভিভাবিকা। (খ) পুকুরে চারটি হংসিনী সাঁতার কাটছে। (গ) নীলিমাদেবী একজন ভালো শিক্ষিকা। (ঘ) পিতা পরম পূজনীয়। (ঙ) ছেলের দল স্বেচ্ছা সেবিকা রূপে কাজ করছে। (চ) একজন অষ্টাদশী যুবক মারা গেছে। (ছ) নাপিত বৌ চুল কাটছে। আর নাপিত আলতা পরাচ্ছে। (জ) পাগল মেয়ে বর্যা খেলে বেড়ায় আকাশ পথে। (ঝ) বাঘ বাচ্ছাদের দুধ খাওয়াচ্ছে। (ঞ) সিংহের শাবক খেলে বেড়াচ্ছে।

১৪। কী কী উপায়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায় উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১৫। শব্দের আগে স্ত্রী বা পুরুষ শব্দ বসিয়ে পাঁচটি উদাহরণ দাও।

Scanned with CamScanner

১৬। কোন্‌টি কোন্‌ লিঙ্গ তা ছকে বসাও :

মৃগ, মানুষ, ব্রাহ্মণী, নদী, ছাত্র, জ্ঞানী, আশির্বাদিকা, স্নেহপাত্র, গয়লানী, বিপত্নীক, বিধবা, গাছ, পেত্নী।

১৭। লিঙ্গ পরিবর্তনের দুটি করে রূপ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তার নীচে দাগ দাও :

রজক — রজকী/রজকিনি

নাগ— নাগী/নাগিনি

শৃগাল— শৃগালিনী/শৃগালী

নিরপরাধ— নিরপরাধ/নিরাপরাধী

অনাথ— অনাথা/অনাথিনি

স্নেহময়— স্নেহময়ী/স্নেহময়া

পাচক— পাচকা/পাচিকা

যোড়শ— যোড়শী/যোড়শা

দুঃখী— দুঃখিনী/দুঃখা

শ্রীমান— শ্রীমতী/শ্রীমান

নর্তক— নর্তকী/নর্তিকা

শিব— শিবানী/শিবা

১৮। ঠিক না ভুল :

(ক) এলোকেশী—স্ত্রীলিঙ্গ ☐

(খ) গাছ —পুংলিঙ্গ ☐

(গ) বিপত্নীক—স্ত্রীলিঙ্গ ☐

(ঘ) গুরুদেব—পুংলিঙ্গ ☐

(ঙ) বাঁজা—স্ত্রীলিঙ্গ ☐

(চ) গোঁসাই—পুংলিঙ্গ ☐

(ছ) বামনী—স্ত্রীলিঙ্গ ☐

(জ) কবি—পুংলিঙ্গ ☐

(ঝ) জোতদার—পুংলিঙ্গ ☐

(ঞ) কবিরাজ—পুংলিঙ্গ ☐

১৯। ঠিক উত্তরটি বেছে নাও :

(ক) অকৃতদ্বার ব্যক্তি সংখ্যার একেবারে একা। (পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ/উভয় লিঙ্গ)

(খ) বিধবা দোকানে বসে মুড়ি মুড়কি বিক্রি করছে। (স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ)

(গ) বদ্ধ অনেক ক্ষণ ধরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। (ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ)

(ঘ) মৌমাছি ফুলেফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। (স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ/পুংলিঙ্গ)

(ঙ) এড়ে বাছুর মাঠে ছুটোছুটি করছে। (পুংলিঙ্গ/স্ত্রীলিঙ্গ/ক্লীবলিঙ্গ)

Scanned with CamScanner

সপ্তম অধ্যায়

বচন ও পুরুষ

বাক্যস্থিত কোনো পদ বা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে তারা সংখ্যায় এক না একাধিক এই ব্যাপারটি বোঝার বিষয়টিকে বলা হয় বচন।

বাংলায় বচন দু-প্রকার : (ক) একবচন ও (খ) বহুবচন । কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার— (ক) একবচন (খ) দ্বিবচন ও (গ) বহুবচন

একবচন : যে পদের দ্বারা একমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে একবচন বলে। যেমন—আকাশ, বই, মামা, ছাত্র, বালক, গাছ, পাখি প্রভৃতি।

বহুবচন : যে পদের দ্বারা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে একবচন বলে। যেমন —ছাত্ররা, বইগুলি, ছেলের দল, পতঙ্গের পাল প্রভৃতি।

একবচনের চিহ্ন : টি, টা, খানি, খানা।

বহুবচনের চিহ্ন : গুলি, গুলো, সব, রা, গণ, পুঞ্জ, দল, মালা, পাল।

বচন

একবচন
গাছটি, কাপড়খানা, লোকটা, বইখানি প্রভৃতি

বহুবচন
বইগুলি, কাপড়গুলি, গাছগুলি, বন্যেরা প্রভৃতি।

একবচন থেকে বহুবচন করার নিয়মগুলি হল :

(ক) **প্রাণীবাচক শব্দে রা, এরা, দিগ, প্রভৃতি বহুবচনের শব্দ যোগ করে :** যারা, তারা, বন্দিরা, মেঘেরা, তোমরা, আমরা, ছেলেমেয়েদের প্রভৃতি।

(খ) **বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পূর্বে 'বিস্তর' , 'অজস্র', 'অসংখ্য', 'কত', 'যত', 'তত' প্রভৃতি বহুবচনাত্মক বিশেষণ, দুই তিন , সাত প্রভৃতি সংখ্যাবচক বিশেষণ, সব, সকল, অনেক প্রভৃতি সর্বনামী বিশেষণ বসিয়ে :** অজস্র লচ্চি, অত কথা, এত খাবার, পাঁচশো লোক, তিনশো টাকা, অনেক মন্ত্রী, সব টাকা প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

(গ) **প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের পরে গুলো, গুলি, গুলা প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে :** কামানের গোলাগুলি, বছরগুলো, দিনগুলি মোর, বইগুলি প্রভৃতি।

(ঘ) **প্রাণীবচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে গণ,** কুল, জন, দল বর্গ, বৃন্দ, মহল, মণ্ডলী, প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে। :

মহিলামহল, কোকিলগণ, শিষ্যবৃন্দ, শ্রোতৃবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রদল, কৃশককুল, গুণীজন, প্রভৃতি।

(ঙ) **অপ্রাণীবাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে রাশি, সমূহ, মণ্ডল, পুঞ্জ, মালা, শ্রেণি, রাজি, আবলি, ময়, জাল, সমুদয়, কুল প্রভৃতি শব্দ যোগ করে :** খাইয়ে রাশি, তরুশ্রেণি, পর্বতমালা, মেঘপুঞ্জ, পুষ্পরাশি, শরজাল, বিটপীকূল, পত্রসমূহ, দীপপুঞ্জ, বিদ্যুদ্দাম, গিরিব্রজ, কেশদাম প্রভৃতি।

(চ) **সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ যোগে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায় :** জিনিসপত্র, চিঠিপত্র, ছেলেপিলে, ভাবনাচিন্তা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি।

(ছ) **একই শব্দ পাশপাশি দু-বার বসিয়েও একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায় :** মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, ডালেডালে, মেঘে-মেঘে, বনেবনে, প্রভৃতি।

(জ) **বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও বহুবচন করা যায় :** রাশিরাশি, বড়োবড়ো, ছোটোছোটো, এক-একদিন, বাছাবাছা প্রভৃতি।

(ঝ) **সর্বনাম পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করে :** কে কে, কেউ কেউ, যে যে প্রভৃতি।

(ঞ) **সংখ্যাবাচক পদের দু-বার প্রয়োগ করে :** লক্ষ লক্ষ টাকা, সাত সতেরো চিন্তা, হাজার হাজার লোক, শত শত বছর, শত শত গ্রাম প্রভৃতি।

(ট) কোনো কোনো নিজেরাই বহুবচন : চালের যোগান, ফুলের বাগান, তারার শোভা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি।

বিশেষ্য পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ :

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বালক	বালকগণ	শিক্ষক	শিক্ষকবৃন্দ
ছাত্র	ছাত্রবৃন্দ	জাতি	জাতিসমূহ
মানুষ	মানুষগুলো	নক্ষত্র	নক্ষত্ররাজি
কাপড়খানা	কাপড়গুলো	পর্বত	পর্বতমালা
লোকটা	লোকগুলো	ছাত্র	ছাত্রেরা
গাছটি	গাছগুলো	শিক্ষিকা	শিক্ষিকাবৃন্দ
পুস্তকখানি	পুস্তকগুলি	দিন	দিনগুলি
মা	মায়েরা	মেয়ে	মেয়েরা
লোক	লোকেরা	পুষ্প	পুষ্পরাজি
গুণী	গুণীজন	পত্র	পত্রসমূহ

Scanned with CamScanner

সর্বনাম পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ :

একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা
সে	তারা
তুমি	তোমরা
তিনি	তাঁরা
আমাকে	আমাদিগকে
তুই	তোরা
আপনাকে	আপনাদিগকে
যে	যারা
তাহাকে	তাহাদিগকে
তোমাকে	তোমাদিগকে
ওর	ওদের
এ	এরা
একে	এদেরকে
যার	যাদের

একবচন	বহুবচন
তাকে	তাদেরকে
তোমরা	তোমাদের
আপনার	আপনাদের
কার	কাদের
যিনি	যাঁরা
ইনি	এঁদের
উনি	ওঁদের
তিনি	তাঁদের
ও	ওরা
ওকে	ওদেরকে
এর	এদের
যাকে	যাদেরকে
তোর	তোদের
আমার	আমাদের

অনেক সময় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় :

মিরজাফরদের মৃত্যু নেই। ঘরভেদী **বিভীষণদের** বিশ্বাস করো না। গ্রামের **চৌধুরীরাই** ধনী। **নিরঞ্জনবাবুরা** একথা বলেছেন।

পুরুষ

উত্তম পুরুষ | **মধ্যমপুরুষ** | **প্রথম পুরুষ**

(ক) উত্তম পুরুষ বক্তা নিজের নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম প্রয়োগ করেন তাকেই উত্তম পুরুষ বলে। সর্বনাম 'আমি' শব্দটি ও তার একবচন-বহুবচনের বিবিধ রূপই হল উত্তম পুরুষ। **'আমি'** এখন বেড়াতে যাব। **'আমরা'** সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। **'আমাদের'** আজ ছুটি। **'আমাদিগকে'** আজ কলকাতা যেতেই হবে। **আমাকে** দোষ দিয়ে লাভ নেই। **'আমাদেরকে'** মনে রেখো। ওপরের বাক্যগুলিতে **আমি, আমরা, আমাদের, আমাদিগকে, আমাকে আমাদেরকে** সবকটি উত্তম পুরুষ। আসলে যে বক্তা নিজের সম্পর্কে কিছু বলে তাকেই উত্তম পুরুষ বলে।

Scanned with CamScanner

স্ত্রী-পুরু নির্বিশেষে যে-কোনো ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতে পারে। প্রমীলা শম্পাকে বলল, '**আমার** হাতঘড়িটা হারিয়ে গেছে ভাই। তোর ঘড়িটা যদি দিন কয়েকের জন্য **আমাকে** দিস তো ভালো হয়।'

বাংলার পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ীর রূপ বদল হয়। যেমন—

পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
আমি	যাই
আমরা	যাই
আমাদের	যাওয়া হোক
আমাদেরকে	যেতে হবে।
আমার	যাওয়া হোক।

উত্তম পুরুষের স্থানে অহংকার প্রকাশ করতে **শর্মা** আর বনিয় প্রকাশ করতে **দীন**, **সেবক**, **অধীন**, **গরীব**, **অকিঞ্চন**, **বান্দা**, প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তোমার কথা এ **শর্মা** কোনো দিন ভুলবে না। অমর করিয়া দেহ দাসে হে বরদে। কী কারণে এ **অকিঞ্চনে** স্মরণ করেছেন জানি না। এ **অধীন** আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। দয়া করে আপনাদের স্নেহ থেকে এ **গরিবকে** আর বঞ্চিত করবেন না। দীন এ **সেবক** এনেছে হীন উপকার।

(খ) মধ্যম পুরুষ

বক্তা সামনের বা সম্মুখস্থ কাকেও কিছু বলবার সময় যে ব্যক্তির নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করেন তাই মধ্যম পুরুষ। সর্বনাম 'তুমি', 'আপনি' ও 'তুই'—শব্দগুলির একবচন-বহুবচনের বিভিন্ন রূপই মধ্যম পুরুষ। যেমন— '**তোমার**' কী খবর? 'তোর' কাছেই যাচ্ছিলাম। 'তোদের' কী কোনোদিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না। '**তুই**' কাল কোথায় গিয়েছিলি? '**তোরা**' সব তৈরি থাকিস. এবার কালী তোকে খাব। '**তব**' গৌরবে গৌরান্বিত আমি। '**তোমাদের**' আগামী কাল আর আসতে হবে না। '**তোমাতে**' পেয়েছে মহামানবের ছবি। '**আপনি**' কোথায় থাকেন? আপনার কোথায় থাকা হয়? '**আপনাকে**' কি আর কোথাও যেতে হবে? '**আপনারে**'লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে। মাধব বহুত মিনতি করি '**তোয়**'।

'আপনি' এর স্থলে অনেক সময় 'মহাশয়ের', 'হুজুর', 'জনাব' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ছাড়া সংস্কৃতের অনুসরণে ত্বদীয়, ভবদীয়, ত্বৎসদৃশ, প্রভৃতি শব্দ মাধ্যম পুরুষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বিশেষ্য পদ কখনও উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ হয় না। মধ্যম পুরুষ ক্রিয়ার রূপ অনুযায়ী বদল হয়। যেমন:

পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ	পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
তুমি	যাও	আপনারা	যান
আপনি	যান	আপনাদের	যাওয়া হোক
তুই	যাস	তোদের	যাওয়া হোক

Scanned with CamScanner

তোরা	যাস	তোমাদের	যাওয়া
তোমরা	যাও	তোমরা	যাওয়া

(গ) প্রথম পুরুষ

অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি দূরস্থিত কোনো বস্তুর সম্বন্ধে কিছু বলবার সময় সেই ব্যক্তি বা বস্তুর যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয় তাকেই প্রথম পুরুষ বলে। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ ব্যতীত বিশ্বের ব্যক্তি বা বস্তু সব প্রথম পুরুষ। যেমন সে, তিনি, তাহারা, উনি, রাম, শ্যাম, পাখি, মাটি, কলকাতা প্রভৃতি।

আসলে বক্তা যার সম্বন্ধে কথা বলে সেই বিশেষ্য বা সর্বনাম প্রথম পুরুষ। কর্তার পুরুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কর্তার পুরুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার রূপেরও পরিবর্তন হয়। যেমন— যাই, তুমি যাও। সে যায়।

পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
সে	যায়
তাঁরা	যায়
রাম	যায়
তিনি	যান
তারা	যান

বাংলা ভাষায় পুরুষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ বাংলা ভাষায় কেবল কর্তার পুরুষ অনুসারেই ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়—বচন বা লিঙ্গ। অনুযায়ী নয়।

পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার রূপ—চল ধাতু

উত্তম পুরুষ : আমি, আমরা	ক্রিয়ার রূপ : চলি, চলছি, চলেছি, চললাম চলেছিলাম, চলেছিলাম, চলতাম, চলব, চলে থাকব।
মধ্যম পুরুষ : তুমি, তোমরা	ক্রিয়ার রূপ : চল, চলছ, চলেছ, চললে, চলেছিলে, চলছিলে চলতে, চলবে, চলতে থাকে, চলে থাকবে।
সম্ভ্রমে : আপনি আপনারা	চলেন, চলছেন, চলেছেন, চলুন, চললেন, চলছিলেন, চলেছিলেন, চলতেন, চলবেন, চলতে থাকবেন, চলে থাকবেন
তুচ্ছার্থে :তুই তোরা	চলিস, চলছিস, চলেছিস,চল, চললি, চলছিলি, চলেছিলি চলতিস, চলবে, চলতে থাকবি, চলে থাকবি।
প্রথম পুরুষ : সে, তারা, শ্যাম, লতা	ক্রিয়ার রূপ : চলে, চলছে, চলেছে, চলল, চলছিল, চলেছিল চলত, চলবে, চলতে থাকবে।
সম্ভ্রমে : তিনি, তাঁরা, দাদারা, দিদিরা	চলেন, চলছেন, চলেছেন, চললেন, চলছিলেন, চলেছিলেন, চলতেন, চলবেন, চলতে থাকবেন, চলে থাকবেন।

Scanned with CamScanner

কোনটি কী পুরুষ জেনে রাখা দরকার

উত্তম পুরুষ : আমি, আমরা, আমাদিগকে, আমার, আমাদের, আমায়, মোরে, আমারে, মম, আমাতে, আমাদিগতে।

মধ্যম পুরুষ : তুমি, তোমরা, তোমাকে, তোমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদিগের, তোমায়, তব, তোমার, তোমারে, তোমাতে, তোমাদিগকে।

প্রথম পুরুষ : সে, তাহারা, তাহাদের, তাদের, তাঁহার, তাঁর, তাঁদের, তাঁহাদের, তাহাদিগকে, তাঁহাদিগকে, এ, এর, এদের উনি, উহারা, তাহা, ইহা, ইহারা, ইহাদের, খাতা, গাছ, ফুল, রাম, মানুষ ইত্যাদি।

কী শিখলাম :

ক) বাংলায় বচন দু-প্রকার—একবচন ও বহুবচন।

খ) একবচনের দ্বারা একটি বস্তু বোঝায় এবং বহুবচনের দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়।

গ) বাংলায় পুরুষ তিনপ্রকারের—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ.

ঘ) বাংলা শুদ্ধ করে লেখার জন্য বচন ও পুরুষ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

অনুশীলনী

১। পুরুষ কাকে বলে? পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?

২। উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৩। প্রথম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

৪। **নিম্নরেখ পদগুলির পুরুষ নির্ণয় করো :**

(ক) তুমি রোজ পাঠসালায় যাও।

(খ) আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই।

(গ) সে আজও সেখানে বসে আছে।

(ঘ) আমাদের বাড়ির সামনে একটা পেয়ারা গাছ আছে।

(ঙ) আপনি কখনও সেখানে যাননি?

(চ) এ কথা আমার অজানা নয়।

(ছ) ওরা থাকে কলকাতায়।

(জ) তাদের কথা কেউ বলেনি।

(ঝ) তোমাকে যেতে হবে।

(ঞ) আমার সন্তান যেন সুখে থাকে।

Scanned with CamScanner